গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
সুরক্ষা সেবা বিভাগ
স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়
প্রশাসন-১ শাখা
www.ssd.gov.bd

নং-৫৮.০০.০০০০.০১২.১৪.০০২.১৮- ৬৪৭

তারিখ ঃ ০৫ ভাদ্র ১৪২৫ / ২০ আগস্ট ২০১৮

বিষয় ঃ **উত্তম চর্চা (Best Practices) বিষয়ক প্রতিবেদন প্রেরণ প্রসঙ্গে।**

সূত্রঃ মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের স্মারক নং-৪৮, তারিখঃ-০৮/০৭/২০১৮ খ্রি:

উপর্যুক্ত বিষয়ে সূত্রস্থ স্মারকের প্রেক্ষিতে চাহিত সুরক্ষা সেবা বিভাগ এবং আওতাধীন অধিদপ্তরসমূহের উত্তম চর্চা বিষয়ক প্রতিবেদন নির্দেশক্রমে এতদসঙ্গে প্রেরণ করা হলো। ।

সংযুক্তি ঃ বর্ণনামতে ০৮ (আট) পাতা।

(মুহাম্মদ আবদুল হাই মিলটন)
সিনিয়র সহকারী সচিব
ফোনঃ ০২-৪৭১২৪৩৩৭
admin1@ssd.gov.bd

মন্ত্রিপরিষদ সচিব
মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ
বাংলাদেশ সচিবালয় ঢাকা
[দৃ: আ: সিনিয়র সহকারী সচিব (গবেষণা শাখা)]

অনুলিপি (সদয় অবগতির জন্য) :

১। অনুবিভাগ প্রধান (সকল), ----------, সুরক্ষা সেবা বিভাগ, ঢাকা।
২। অধিদপ্তর প্রধান (সকল), ----------, সুরক্ষা সেবা বিভাগ, ঢাকা।
৩। সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব, সুরক্ষা সেবা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, ঢাকা।

সুরক্ষা সেবা বিভাগে অনুসৃত উত্তম চর্চাসমূহের বিবরণ:

সরকারি সিদ্ধান্ত অনুযায়ী গত ১৯.০১.২০১৭ খ্রি: তারিখ থেকে সুরক্ষা সেবা বিভাগ স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের আওতায় একটি স্বতন্ত্র বিভাগ হিসেবে কার্যক্রম শুরু করে। শুরু থেকেই এ বিভাগে জনসাধারণের সেবামূলক কার্যক্রমের উপর অধিক গুরুত্ব আরোপ করে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ কর্তৃক চালুকৃত বিভিন্ন সংস্কার কর্মসূচি, যেমন: শুদ্ধাচার চর্চা, তথ্য অধিকার আইন অনুসরণ, উদ্ভাবনী চর্চা, সিটিজেন চার্টার প্রণয়ন, অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থাপনা, ইত্যাদি নিয়মিত অনুশীলন করা হচ্ছে। উল্লেখযোগ্য কয়েকটি উত্তম চর্চার সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিম্নরূপ:

১) মাদকের ভয়াবহতা হ্রাসকল্পে সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য গত ১৯.১১.২০১৭, ২৮.০১.২০১৮ ও ১৩.০৩.২০১৮ তারিখে যথাক্রমে স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ, তথ্য মন্ত্রণালয় এবং মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগে সুরক্ষা সেবা বিভাগের উদ্যোগে সকল অংশীজনের সমন্বয়ে আন্ত:মন্ত্রণালয় সভা করা হয়েছে।

২) সফলভাবে মাদক বিরোধী অভিযান পরিচালনার লক্ষ্যে সুরক্ষা সেবা বিভাগ কর্তৃক একটি এ্যাকশন প্ল্যান প্রণয়নপূর্বক এর উপর গত ২৯.৭.২০১৮ তারিখে সকল অংশীজনের সমন্বয়ে দিনব্যাপী ওয়ার্কশপ আয়োজন করা হয়েছে।

৩) মাদক বিরোধী সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ২৬.৬.২০১৮ হতে ২১.৭.২০১৮ পর্যন্ত সময়কালে ০৪টি এ্যান্টি ড্রাগ ক্যারাভ্যান এর মাধ্যমে ঢাকা মহানগরীতে প্রচারাভিযান পরিচালনা করা হয়েছে।

৪) মাদক বিরোধী সচেতনতামূলক কার্যক্রমের অংশ হিসেবে ইসলামী ফাউন্ডেশনের সহায়তায় মসজিদে মসজিদে খুতবার পূর্বে বয়ান উপস্থাপন করা হচ্ছে। বিভাগীয় কমিশনারগণের দ্বি-মাসিক সম্মেলনে এ কার্যক্রমের প্রভাব নিয়মিত ফলোআপ করা হচ্ছে।

৫) সারা দেশের বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ৪০,০০০ হাজার মাদক বিরোধী ফেস্টুন বিতরণ করা হয়েছে।

৬) মাদক বিরোধী কার্যক্রমের বিষয়ে পাক্ষিক ভিত্তিতে সুরক্ষা সেবা বিভাগে ফলোআপ করা হচ্ছে।

৭) মাদক নিয়ন্ত্রণ আইনকে আরো কঠোরভাবে প্রয়োগ করার লক্ষ্যে নূতন করে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইন, ২০১৮ প্রণয়ন করার জন্য ইতোমধ্যে সকল অংশীজনের সমন্বয়ে আন্ত:মন্ত্রণালয় সভা করে নূতন আইনের খসড়া চূড়ান্ত করা হয়েছে।

৮) সরকারি চাকরিতে প্রবেশের ক্ষেত্রে মাদক সনাক্তকরণ সংক্রান্ত 'ডোপ টেস্ট' করার বিষয়ে সরকারের নীতিগত অনুমোদন গ্রহণ করা হয়েছে।

৯) ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্সের কর্মীবৃন্দ জঙ্গি বিরোধী কার্যক্রমে অন্যান্য বাহিনীর সাথে অংশ নিচ্ছেন। তাদের এই বিশেষ কার্যক্রমকে আরো ফলপ্রসূ করার লক্ষ্যে ইতোমধ্যে অধিদপ্তরের ১৫০ জন কর্মীকে র‍্যাব ফোর্সেস ট্রেনিং স্কুলে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

১০) বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের সম্ভাব্য অগ্নি ঝুঁকি মোকাবেলার লক্ষ্যে ফায়ার সার্ভিসের আওতায় ০৬ মাসব্যাপী ফায়ার সেফটি ম্যানেজার কোর্স চালু করা হয়েছে।

১১) ফায়ার সার্ভিস ওয়ার্কিং ফোর্স, যেমন: ফায়ারম্যান, ডুবুরি ও নার্সিং এ্যাটেনডেন্ট পদে নিয়োগের বয়সসীমা ৩০ থেকে হ্রাস করে ২০ বছর এবং স্টাফ অফিসার/স্টেশন অফিসার ও জুনিয়র প্রশিক্ষক পদে নিয়োগের বয়সসীমা ৩০ থেকে হ্রাস করে ২৭ বছর করা হয়েছে।

১২) সিএনজি/এলপিজি সিলিন্ডার, অফিস ও বাসাবাড়ির গ্যাসলাইন এবং ফিলিং স্টেশনের সম্ভাব্য দুর্ঘটনা এড়ানোর লক্ষ্যে গত ০৮.৮.২০১৮ তারিখে সুরক্ষা সেবা বিভাগের উদ্যোগে জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগে সকল অংশীজনের সমন্বয়ে প্রস্তুতিমূলক সভা করা হয়েছে।

১৩) বিদ্যমান কারা আইন সংস্কার করে 'Prisons and Correctional Services Act, 2017' নামে নূতন আইন প্রণয়নের লক্ষ্যে লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ এবং সুরক্ষা সেবা বিভাগ যৌথভাবে কাজ করছে। ইতোমধ্যে নূতন আইনের ১০টি অধ্যায়ের মধ্যে ০৭টি অধ্যায়ের ১২০টি ধারার পর্যালোচনা সম্পন্ন হয়েছে।

১৪) ধারণ ক্ষমতার তুলনায় কারাবন্দিদের সংখ্যা দ্বিগুণেরও অধিক হওয়ায় নতুন কারাগার নির্মিত হলে সেটাকে কারাগার-১ এবং ঐ স্থানের পুরাতন কারাগারকে কারাগার-২ হিসেবে ব্যবহারের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।

১৫) কারাবন্দিদেরকে নিদিষ্ট সময় অন্তর তাদের পরিবারবর্গের সাথে ফোনে কথা বলার সুযোগ প্রদানের লক্ষ্যে পরীক্ষামূলকভাবে গত ২৮.০৩.২০১৮ তারিখে টাঙ্গাইল জেলা কারাগারে 'প্রিজন লিংক' নামে ০১টি বিশেষ কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে।

১৬) কারাবন্দিগণ কর্তৃক উৎপাদিত পণ্যের লভ্যাংশের ৫০% সংশ্লিষ্ট কারাবন্দির মুক্তির সময় তাকে প্রদানের জন্য কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে।

১৭) বাংলাদেশী পাসপোর্টের মর্যাদা বৃদ্ধির লক্ষ্যে উন্নত প্রযুক্তি সম্পন্ন ই-পাসপোর্ট প্রবর্তনের লক্ষ্যে গত ১৯.৭.২০১৮ তারিখে জার্মান ভিত্তিক ০১টি প্রতিষ্ঠানের সাথে চুক্তি স্বাক্ষর করা হয়েছে।

১৮) সরকারি কর্মচারী এবং তাদের পরিবার পরিজনদেরকে সহজে পাসপোর্ট সেবা প্রদানের লক্ষ্যে গত ০৬.০৪.২০১৭ তারিখে বাংলাদেশ সচিবালয়ে ০১টি পাসপোর্ট বুথ চালু করা হয়েছে।

১৯) পাসপোর্ট সেবা সহজীকরণের লক্ষ্যে বিদেশে অবস্থিত ১৫টি বাংলাদেশ মিশনে পাসপোর্ট ও ভিসা উইং চালু করা হয়েছে।

২০) সমসাময়িক বিষয়াবলির উপর নিয়মিত সোশ্যাল মিডিয়া সংলাপের আয়োজন করা হচ্ছে।

২১) পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা, বিদ্যুৎ ও পানি সাশ্রয়, কৃচ্ছতা সাধন ইত্যাদি বিষয়ে সোশ্যাল মিডিয়া সংলাপে মত বিনিময় করা হয়ে থাকে।

সুরক্ষা সেবা বিভাগের আওতাধীন দপ্তর/সংস্থাসমূহে অনুসৃত উত্তম চর্চাসমূহের বিবরণ :-

(ক) বহিরাগমন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তর :

(১) পাসপোর্ট সেবা সপ্তাহ উদযাপন

পাসপোর্ট সেবা কার্যক্রমকে আরো সহজ করার লক্ষ্যে ২০১৬ সাল হতে 'পাসপোর্ট সেবা সপ্তাহ' উদযাপন করা হচ্ছে। এর মাধ্যমে পাসপোর্টের আবেদন, নির্ধারিত ফি, ইত্যাদি কখন, কীভাবে জমা দিতে হবে সে সম্পর্কে জনসচেতনতা বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং কথিত দালাল ও মধ্যস্বত্বভোগীদের অযাচিত হস্তক্ষেপ হ্রাস পাচ্ছে।

(২) প্রবাসী বাংলাদেশীদের নিকট কম সময়ে পাসপোর্ট প্রেরণ

কূটনৈতিক ব্যাগের মাধ্যমে বিদেশে পাসপোর্ট প্রেরণের ক্ষেত্রে পূর্বে অনেক বেশী সময়ের প্রয়োজন হতো। এ সমস্যা সমাধানকল্পে ০২.০৪.২০১৭ তারিখ থেকে কুরিয়ার সার্ভিসের মাধ্যমে বিদেশে পাসপোর্ট প্রেরণ করা হচ্ছে। এতে সময় লাগছে ০২ থেকে ০৫ দিন। এ ব্যবস্থার মাধ্যমে প্রবাসী বাংলাদেশীগণ বিশেষভাবে উপকৃত হচ্ছে।

(৩) অনলাইনে পাসপোর্ট ফি গ্রহণ

পাসপোর্ট ফি জমা প্রদানের ক্ষেত্রে সেবাপ্রার্থীদের হয়রানি রোধকল্পে সোনালী ব্যাংকের পাশাপাশি ঢাকা ব্যাংক, ট্রাস্ট ব্যাংক, ওয়ান ব্যাংক, প্রিমিয়ার ব্যাংক এবং ব্যাংক এশিয়ার মাধ্যমে অনলাইনে পাসপোর্ট ফি জমা প্রদানের ব্যবস্থা করা হয়েছে। এতে হয়রানি ও জালিয়াতি রোধ করা সহজ হয়েছে।

(৪) পৃথক কাউন্টার স্থাপন

বিভাগীয় এবং আঞ্চলিক পাসপোর্ট অফিসগুলোতে বীর মুক্তিযোদ্ধা, বৃদ্ধ ও অসুস্থ সেবাপ্রার্থীদের জন্য পৃথক কাউন্টার স্থাপন করা হয়েছে। ফলে উক্ত ক্যাটাগরির সেবাপ্রার্থীগণ সহজে পাসপোর্টের প্রি ও বায়ো এনরোলমেন্ট কার্যক্রম সম্পন্ন করতে পারে।

(৫) অনলাইনে পাসপোর্টের আবেদন জমাকরণ

পাসপোর্ট সেবাপ্রার্থীগণ এখন অনলাইনে পাসপোর্টের আবেদন দাখিল করতে পারেন। এতে ভুল হওয়ার সুযোগ কম থাকে এবং সময়ক্ষেপণও কম হয়।

(৬) গণশুনানী আয়োজন

প্রতিটি বিভাগীয় ও আঞ্চলিক পাসপোর্ট অফিসে সপ্তাহে অন্তত: ০১ দিন গণশুনানী অনুষ্ঠান করা হচ্ছে। গণশুনানীর মাধ্যমে সেবাপ্রার্থীদের বিভিন্ন অভিযোগ, সমস্যা সমাধানের বিষয়ে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়ে থাকে।

(৭) হেল্পডেস্ক স্থাপন

প্রতিটি বিভাগীয় ও আঞ্চলিক পাসপোর্ট অফিসে হেল্পডেস্ক চালু করা হয়েছে। হেল্পডেস্কের মাধ্যমে পাসপোর্ট সেবাপ্রার্থীগণকে বিভিন্ন বিষয়ে পরামর্শ ও সহায়তা প্রদান করা হয়ে থাকে।

(৮) মোবাইল এসএমএস সার্ভিস

পাসপোর্টের আবেদনের উপর গৃহিত ব্যবস্থা সম্পর্কে এসএমএস'র মাধ্যমে সেবাপ্রার্থীদেরকে অবহিত করা হয়। পাসপোর্টের আবেদনকারীগণ ৬৯৬৯ নাম্বারে এসএমএস করে আবেদনপত্রের অবস্থান এবং পাসপোর্ট ইস্যু সংক্রান্ত তথ্য সম্পর্কে জানতে পারে। পাসপোর্ট ইস্যুর কার্যক্রম সম্পন্ন হলে স্বয়ংক্রিয়ভাবে সেবাপ্রার্থীর মোবাইলে এসএমএস করা হয়।

(৯) ওয়েবসাইটে এমআরপি/এমআরভি অনুসন্ধান

এমআরপি ও এমআরভি সেবাপ্রার্থীগণ অধিদপ্তরের ওয়েবসাইটে ভিজিট করে আবেদন পত্রের অবস্থান এবং পাসপোর্ট/ভিসা ইস্যু সংক্রান্ত তথ্যাদি সম্পর্কে জানতে পারেন। এর ফলে এতদসংক্রান্ত সেবা প্রদানের ক্ষেত্রে স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা ও দায়িত্বশীলতা বৃদ্ধি পেয়েছে।

(১০) ফেইসবুক পেইজের মাধ্যমে সমস্যা সমাধান

প্রতিটি বিভাগীয় এবং আঞ্চলিক পাসপোর্ট অফিসের ফেইসবুক পেইজ চালু করা হয়েছে। এর মাধ্যমে পাসপোর্ট ও ভিসা সংক্রান্ত সমস্যাবলী সম্পর্কে কর্তৃপক্ষ সহজে অবহিত হয়ে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করতে পারে।

(১১) বাংলাদেশ সচিবালয় ও ঢাকা সেনানিবাসে পৃথক বুথ স্থাপন

বাংলাদেশ সচিবালয় ও ঢাকা সেনানিবাসে কর্মরত কর্মচারী ও সেনা সদস্য এবং তাদের পরিবারবর্গের জন্য পাসপোর্ট সেবা সহজীকরণের লক্ষ্যে সচিবালয় ও ঢাকা সেনানিবাসে ০২টি পৃথক বুথ স্থাপন করা হয়েছে।

(১২) মোবাইল টিমের মাধ্যমে সেবাপ্রার্থী গুরুতর অসুস্থ ব্যক্তিবর্গের এনরোলমেন্ট সম্পন্নকরণ

পাসপোর্ট অফিস হতে মোবাইল টিম প্রেরণের মাধ্যমে গুরুতর অসুস্থ সেবা প্রার্থীদের আবেদন গ্রহণসহ প্রি ও বায়ো এনরোলমেন্ট কার্যক্রম সম্পন্ন করা হয়ে থাকে। ফলে অসুস্থ ব্যক্তিবর্গ অফিসে না এসে পাসপোর্ট সেবা ভোগ করতে সক্ষম হচ্ছেন।

(১৩) সাপোর্ট সেলের মাধ্যমে দেশে বিদেশে এমআরপি ও এমআরভি সংক্রান্ত সমস্যা সমাধান

অধিদপ্তরের প্রধান কার্যালয়ে একটি সাপোর্ট সেল স্থাপন করা হয়েছে। দেশের অভ্যন্তরে ৬৯টি অফিস এবং বিদেশের ৭১টি মিশন/দূতাবাসে এমআরপি/এমআরভি সংক্রান্ত কোন সমস্যা হলে সাপোর্ট সেলেই ই-মেইল প্রেরণ করা হয়। ই-মেইলের ভিত্তিতে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণপূর্বক অতি দ্রুত সংশ্লিষ্ট সমস্যার সমাধান করা হয়ে থাকে।

(১৪) ই-কিউ ব্যবস্থাপনা চালুকরণ

ভিসা সেবাপ্রার্থীগণকে মানসম্মত সেবা প্রদানের লক্ষ্যে অধিদপ্তরের প্রধান কার্যালয়ে ইলেকট্রনিক কিউ ব্যবস্থা চালু করা হয়েছে। ই-টোকেনের মাধ্যমে সুশৃঙ্খল পরিবেশে এ সেবা প্রদান করা হচ্ছে। এতে সেবা প্রার্থীগণের ভোগান্তি ও হয়রানি লাঘব হয়েছে।

(১৫) ডিজিটাল ডিসপ্লে বোর্ড স্থাপন

ডিজিটাল ডিসপ্লে বোর্ডের মাধ্যমে আবেদন ফরম পূরণের বিষয়ে সহায়তা প্রদান করা হচ্ছে। এই বোর্ড অনুসরণ করে একজন সেবাপ্রার্থী কারো সহায়তা ছাড়াই নিজে নিজে আবেদন ফরম পূরণ করতে পারে।

(১৬) ওয়েটিং রুম স্থাপন

পাসপোর্ট অধিদপ্তরে আগত সেবাপ্রার্থীদের সুবিধার্থে প্রয়োজনীয় আসবাবপত্রসহ পৃথক ওয়েটিং রুমের ব্যবস্থা করা হয়েছে। ওয়েটিং রুমে স্থাপিত টিভির মাধ্যমে জনসচেতনতা বৃদ্ধিকরণে নির্মিত বিশেষ নাটিকা প্রচার করা হয়ে থাকে।

(১৭) অসুস্থ এবং প্রতিবন্ধী সেবাপ্রার্থীদের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা

অসুস্থ এবং প্রতিবন্ধী সেবাপ্রার্থীদের জন্য অধিদপ্তরের নীচতলায় পৃথক কাউন্টারের ব্যবস্থাসহ হুইল চেয়ারের ব্যবস্থা করা হয়েছে। ফলে তারা নীচতলায় পৃথক কাউন্টারের মাধ্যমে আবেদন ফরম জমা ও এনরোলমেন্টের কাজ সহজেই সম্পন্ন করতে পারছেন।

(১৮) বাংলাদেশ ভূখন্ডে আশ্রয় গ্রহণকারী রোহিঙ্গাদের বায়োমেট্রিক নিবন্ধন কার্যক্রম

বাংলাদেশে আশ্রয় গ্রহণকারী রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর বায়োমেট্রিক নিবন্ধন কার্যক্রম বহিরাগমন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তরের জনবল কর্তৃক পরিচালিত হচ্ছে। এ যাবৎ ১১,১৮,৫৫৪ জন রোহিঙ্গার নিবন্ধন কার্যক্রম সম্পন্ন হয়েছে। এর ফলে আশ্রয় গ্রহণকারী রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর কেউ বাংলাদেশী পাসপোর্টের জন্য আবেদন করলে সংশ্লিষ্ট ডাটাবেজ যাচাই করে সহজেই তা সঠিকভাবে সনাক্ত করা সম্ভব হবে।

(১৯) মালয়েশিয়ার কুয়ালালামপুরে পৃথক পাসপোর্ট সেবা কেন্দ্র স্থাপন

মালয়শিয়া প্রবাসী বাংলাদেশী নাগরিকদের দ্রুত সময়ে পাসপোর্ট সেবা প্রদানের লক্ষ্যে ঐ দেশের বাংলাদেশ মিশনকে সহায়তা প্রদানের জন্য কুয়ালালামপুরে একটি পৃথক পাসপোর্ট সেবা কেন্দ্র স্থাপন করা হয়েছে। এর মাধ্যমে মালয়েশিয়াতে অবস্থানরত বিপুল সংখ্যক বাংলাদেশী নাগরিকের পাসপোর্ট/ভিসা সংক্রান্ত কার্যক্রম সম্পন্ন করা হচ্ছে।

(খ) কারা অধিদপ্তর

(১) প্রিজন লিংক প্রকল্প বাস্তবায়ন

কারাবন্দিদের সাথে তাদের নিকট আত্মীয়দের নির্দিষ্ট সময় অন্তর ফোনে কথা বলার সুযোগ প্রদানের লক্ষ্যে এটুআই প্রকল্পের সহায়তায় প্রিজন লিংক নামের ০১টি পাইলট প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। গত ২৮.০৩.২০১৮ তারিখ মাননীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রীর উপস্থিতিতে টাঙ্গাইল জেলা কারাগারে উক্ত প্রকল্পের শুভ উদ্বোধন করা হয়। উক্ত প্রকল্পের আওতায় ইতোমধ্যে ১৯৩০ জন কারাবন্দি তাদের নিকটাত্মীয়দের সাথে ফোনে কথা বলেছেন।

(২) কারাবন্দিদের সাথে সাক্ষাতের জন্য অনলাইনে আবেদন গ্রহণ

কারাবন্দিদের সাথে সাক্ষাৎ করার বিদ্যমান প্রক্রিয়াকে সহজীকরণের লক্ষ্যে 'বাংলাদেশ প্রিজনারর্স এ্যাপয়েন্টমেন্ট সিস্টেম' নামের ০১টি মোবাইল এ্যাপস তৈরি করা হয়েছে। এটি গত ১৭.১২.২০১৭ তারিখে রংপুর কেন্দ্রীয় কারাগারে চালু করা হয়েছে। বাংলাদেশের যে কোন স্থান থেকে অনলাইন সংযোগের মাধ্যমে সাক্ষাৎ প্রার্থীগণ আবেদন করতে পারবেন। এ্যাপসটির ওয়েবসাইটের ঠিকানা www.prisonapp.com শর্ট লিংক goo.gl/qqzh93 অথবা ডাউনলোড লিংক: www.prisonapp.com/download। উক্ত এ্যাপসটি বর্তমানে এক হাজারের অধিক ব্যক্তি ব্যবহার করছেন।

(৩) কারাবন্দিদের পুনর্বাসনের লক্ষ্যে উৎপাদনমুখী কাজে সম্পৃক্তকরণ

কারাভোগ শেষে মুক্তি লাভের পর সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গ যাতে সমাজে পুনর্বাসিত হতে পারে সে লক্ষ্যে তাদেরকে বিভিন্ন ট্রেডে যেমন: হস্ত শিল্প, তাঁত শিল্প, পাট শিল্প, কার্পেট ও পা-পোস শিল্প, কাঠ শিল্প, এ্যালুমিনিয়াম শিল্প, গার্মেন্টস শিল্প, মোজা শিল্প, ইলেকট্রিক ও ইলেকট্রনিক্স শিল্প, প্রেস ও বাঁধাই শিল্প, বেকারি শিল্প, টেইলারিং ও কামার শিল্প, চামড়া শিল্প, ইত্যাদি ক্ষেত্রে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। এতদ্বিষয়ে কাশিমপুর কারা ক্যাম্পাসে ০১টি ডিজিটাল প্রিন্টিং প্রেস এবং কাশিমপুর কেন্দ্রীয় কারাগার-২'এ ০১টি আধুনিক বেকারি চালু করা হয়েছে। নারায়ণগঞ্জ জেলা কারাগারে রিজিলিয়ান্স গার্মেন্টস নামের ০১টি শিল্প উদ্বোধন করা হয়েছে। কারাবন্দিদের দ্বারা উৎপাদিত পণ্যের লভ্যাংশের ৫০% মুক্তিলাভের পর সংশ্লিষ্ট কারাবন্দিকে প্রদানের বিষয়ে নীতিগত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে।

(৪) প্যারালিগাল এ্যাসিস্ট্যান্স সার্ভিস

সুরক্ষা সেবা বিভাগ কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন আরআরএসওপি শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় জার্মানভিত্তিক সংস্থা জিআইজেড এর সহায়তায় দেশের ৩১ টি কারাগারে প্যারালিগ্যাল নিয়োগপূর্বক কারাবন্দিদেরকে আইনগত সহায়তা প্রদান করা হচ্ছে। ০১.৬.২০১২ হতে ৩০.৬.২০১৮ তারিখ পর্যন্ত মোট ১,০৪,০০০ জন কারাবন্দিকে আইনগত সহায়তা প্রদান করা হয়েছে। তন্মধ্যে ১৬,৫৪০ জন বন্দিকে কারাগার থেকে মুক্তিলাভের বিষয়ে আইনগত সহায়তা প্রদান করা হয়েছে।

(গ) মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর

➢ মাদকবিরোধী অভিযান

(১) এলইডি কিওস্ক ডিসপ্লে:

মাদকবিরোধী প্রচারের সর্বাধুনিক প্রযুক্তি হিসেবে এলইডি কিওস্ক ডিসপ্লে ডিভাইস নতুনভাবে সংযোজিত হয়েছে। মাদকদ্রব্যের অপব্যবহার ও অবৈধ পাচারবিরোধী আন্তর্জাতিক দিবস ২৬ জুন, ২০১৮ উপলক্ষে মাননীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী দুটি কিওস্ক উদ্বোধন করেন।

(২) ডিজিটাল ভ্যান:

মাদকবিরোধী প্রচারের ক্ষেত্রে নতুন সংযোজন হচ্ছে ডিজিটাল ভ্যান। মাদকদ্রব্যের অপব্যবহার ও অবৈধ পাচারবিরোধী আন্তর্জাতিক দিবস ২৬ জুন, ২০১৮ উপলক্ষে মাননীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী চারটি ডিজিটাল ভ্যান উদ্বোধন করেন। এসব ভ্যান দিয়ে ঢাকা শহরে ১৫ দিনব্যাপী প্রচার কার্যক্রম চালানো হয়।

(৩) মাদকবিরোধী ফুটবল ম্যাচ:

''মাদকের বিরুদ্ধে ফুটবল' স্লোগানকে সামনে রেখে ২০১৭-১৮ অর্থবছরে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর বিভিন্ন জেলায় মাদকবিরোধী ফুটবল টুর্নামেন্টের আয়োজন করে যা জনসাধারণের মাঝে মাদকের ক্ষতিকর দিক সম্পর্কে সচেতনতা সৃষ্টিতে একটি কার্যকর ইভেন্ট হিসেবে কাজ করেছে।

(৪) ফেস্টুন:

মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর মাদকের ভয়াবহতা রোধে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। এরই অংশ হিসেবে সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে 'মানবদেহে মাদকের ক্ষতিকর প্রভাব' তুলে ধরে ৪০,০০০ (চল্লিশ হাজার) ফেস্টুন বিতরণ করা হয়েছে। মাননীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী এ তাৎপর্যবহ ফেস্টুনের শুভ উদ্বোধন করেন।

(৫) মাদকবিরোধী জেলা সমাবেশ:

মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর স্থানীয় সংসদ সদস্য, উর্ধ্বতন কর্মকর্তা, জনপ্রতিনিধি, স্থানীয় প্রশাসন এবং সকল শ্রেণি পেশার মানুষকে সম্পৃক্ত করে মাদকের বিরুদ্ধে জনসচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ২০১৭ সাল থেকে মাদকবিরোধী জেলা সমাবেশ করে আসছে।

(৬) ফেইসবুক ভিত্তিক প্রচার:

মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর মাদক সংক্রান্ত অপরাধ ও মাদকবিরোধী সচেতনতামূলক কর্মকান্ড সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম, যেমন ফেইসবুক পেইজে আপলোড এবং ফেইসবুক লাইভ-এ সম্প্রচার অব্যাহত রেখেছে।

(৭) টিভিসি ভিত্তিক প্রচার :

মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর ১৬টি মাদকবিরোধী টিভিসি তৈরি করে। উক্ত টিভিসিগুলো ১০টি টিভি চ্যানেলে বিজ্ঞাপন আকারে ২০১৭-১৮ অর্থবছরে প্রচার করা হয়েছে।

(৮) মাদক নিয়ন্ত্রণ নিরোধে জনসচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে আন্ত:মন্ত্রণালয় সমন্বয় :

মাদক নিয়ন্ত্রণ ও নিরোধে জনসচেতনতা গড়ে তোলার লক্ষ্যে ২৮.০১.২০১৮ তারিখে মাননীয় তথ্য প্রতিমন্ত্রীর সভাপতিত্বে তথ্য মন্ত্রণালয় ও সুরক্ষা সেবা বিভাগের সম্মানিত সচিবসহ মন্ত্রণালয়ের উর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দ, ইলেক্ট্রনিক ও প্রিন্ট মিডিয়ার প্রতিনিধিদের উপস্থিতিতে একটি সভা করা হয়। সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক ০১.০৩.২০১৮ তারিখ রাত ৮:৫০ মিনিটে সকল টিভি চ্যানেলে ও রেডিওতে **'জীবনকে ভালবাসুন, মাদক থেকে দূরে থাকুন'** শ্লোগানটি প্রচারিত হয়।

(৯) **মাদকবিরোধী কমিটি** :

মাদক বিশেষ করে ইয়াবার ভয়াবহ আগ্রাসন থেকে তরুণ, যুব ও ছাত্র সমাজকে দূরে রাখতে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে মাদকবিরোধী কমিটি গঠনপূর্বক মাদকবিরোধী প্রচার জোরদার করার লক্ষ্যে গত ১৩.০৩.২০১৮ তারিখে মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগে একটি সভা করা হয়। উক্ত সভার মাধ্যমে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহে বিদ্যমান মাদকবিরোধী কমিটিসমূহ এখন আরো কার্যকর ভূমিকা রাখতে সক্ষম হচ্ছে।

➢ মাদকাসক্তি চিকিৎসায় নতুন গতিশীলতা

(১) **মাদকাসক্তি নিরাময়ে ইকো প্রশিক্ষণ**

মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের এডিকশন প্রফেশনালগণ বেসরকারি নিরাময় কেন্দ্রে মাদকাসক্তি চিকিৎসায় নিয়োজিতদের জন্য ইকো প্রশিক্ষণ চালু করেছে। পাশাপাশি নিজস্ব কর্মকর্তাদের মাদকাসক্তি নিরাময় চিকিৎসা সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান দেওয়ার জন্য এই প্রশিক্ষণ চালু করা হয়েছে। Colombo Plan International Centre for Certification and Education of Addiction Professionals (ICCE) এর ব্যবস্থাপনায় বাংলাদেশে মাদকাসক্তদের চিকিৎসায় নিয়োজিত চিকিৎসক, মনোচিকিৎসক ও কাউন্সিলর এরূপ ১৪জন ব্যক্তিকে ৯টি কারিকুলামের উপর বিদেশে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে। প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত মাস্টার ট্রেইনারগণ মাদকাসক্তদের চিকিৎসায় নিয়োজিতদের ইকো প্রশিক্ষণ দিচ্ছে এবং ২০১৭-১৮ অর্থবছরে মোট ২৭৩ জনকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

(২) বেসরকারি মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্রের মালিক/প্রতিনিধিদের সাথে মতবিনিময় সভার মাধ্যমে মনিটরিং :

অধিদপ্তরের কর্মকর্তাদের সাথে বেসরকারি মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্রের মালিক/প্রতিনিধিদের নিয়মিত মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হচ্ছে। গত ২৪.৫.২০১৭ ও ২৫.০২.২০১৮ তারিখে মন্ত্রণালয়ে এবং ২৯.০১.২০১৮ তারিখে অধিদপ্তরে এ ধরণের সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। এ ধরণের সভা নিয়মিত অনুষ্ঠিত হওয়ায় বেসরকারি নিরাময় কেন্দ্রসমূহের অনেক সমস্যা চিহ্নিত করে তা সহজে দূর করা হচ্ছে। ফলে মাদকাসক্তদের চিকিৎসা সেবার পরিধি ও মান উন্নয়ন হচ্ছে।

(৩) বেসরকারি নিরাময় কেন্দ্র মনিটরিং :

মাদকাসক্তদের চিকিৎসা সেবা নিশ্চিতের জন্য বেসরকারি নিরাময় কেন্দ্রগুলো নিয়মিত মনিটরিং এর আওতায় আনা হয়েছে। অধিদপ্তরের কর্মকর্তাগণ নিয়মিত বেসরকারি নিরাময় কেন্দ্রসমূহ পরিদর্শন করছেন এবং পরিদর্শনের পরামর্শ অনুযায়ী সেবা প্রদানের ত্রুটিসমূহ চিহ্নিত করে সেগুলো দূর করা হচ্ছে।

(৪) নিরাময় কেন্দ্রের লাইসেন্স স্থানান্তরের প্রক্রিয়া সহজীকরণ:

বেসরকারি মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্র স্থানান্তরের জন্য জেলা পর্যায়ের কর্মকর্তাদের ক্ষমতা প্রদান করে কেন্দ্র স্থানান্তরের প্রক্রিয়ার দীর্ঘসূত্রিতা পরিহার সহজীকরণ করা হয়েছে।

(৫) বেসরকারি মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্রের সংখ্যা বৃদ্ধি :

বাংলাদেশে প্রায় ৭০ লক্ষ মাদকাসক্ত রোগী রয়েছে। সরকারি পর্যায়ে তাদের চিকিৎসার সুযোগ পর্যাপ্ত নয়। এ জন্য সরকারি মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্রের পাশাপাশি বেসরকারিভাবে এ পর্যন্ত মোট ২৫০টি বেসরকারি মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্রের লাইসেন্স প্রদান করা হয়েছে। এর ফলে মাদকাসক্ত রোগীরা সহজেই চিকিৎসা সেবা পাচ্ছে এবং সেবা প্রদানের ব্যাপ্তি অনেকগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে।

(৬) কেন্দ্রীয় মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্র ৫০ শয্যা হতে ১০০ শয্যায় উন্নীতকরণ:

মাননীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রীর সদয় পরামর্শ অনুযায়ী মাদকাসক্ত ব্যক্তিদের চিকিৎসা সেবা সম্প্রসারণের লক্ষ্যে গত ১৮.০১.২০১৮ তারিখে ঢাকাস্থ কেন্দ্রীয় মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্রের শয্যা সংখ্যা ৫০ হতে ১০০ তে উন্নীত করা হয়েছে। এছাড়া, ঢাকা ব্যতীত বাকী ০৭টি বিভাগীয় শহরের প্রতিটিতে ২০০ শয্যা বিশিষ্ট মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্র স্থাপনের লক্ষ্যে ইতোমধ্যে ডিপিপি প্রণয়ন করা হয়েছে।

(ঘ) ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর:

(১) বাংলাদেশে আশ্রয় গ্রহণকারী রোহিঙ্গা শরণার্থীদের উদ্ধার ও **প্রশিক্ষণ** প্রদান:

- বাংলাদেশে আশ্রয় গ্রহণকারী রোহিঙ্গা শরণার্থীদের বিভিন্নমুখী সহায়তা প্রদানের জন্য ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্সের কর্মীবৃন্দ কাজ করে যাচ্ছেন। বিগত ২২.৯.২০১৭ তারিখ হতে অদ্যাবধি মোট ৮৫৯ জন আহত ও অসুস্থ রোহিঙ্গা শরণার্থীকে ফায়ার সার্ভিসের নিজস্ব এ্যাম্বুলেন্সযোগে নিকটস্থ হাসপাতালে স্থানান্তর করা হয়েছে।

- কক্সবাজার জেলাধীন উখিয়া উপজেলার অন্তর্গত কুতুপালং এবং টেকনাফ এলাকায় ২টি স্যাটেলাইট ফায়ার স্টেশন চালু করা হয়েছে। স্যাটেলাইট ফায়ার স্টেশনদ্বয়ের মাধ্যমে রোহিঙ্গা শরণার্থী শিবিরসমূহে সংঘটিত ৪৫টি অগ্নিকান্ডসহ ০২টি পাহাড় ধস, ০৮টি সড়ক দুর্ঘটনা, ০২টি নৌ দুর্ঘটনা এবং ১০টি অন্যান্য প্রকৃতির দুর্ঘটনায় যথাসময়ে সাড়া প্রদান করা হয়েছে।

- রোহিঙ্গা শরণার্থী শিবিরে বসবাসকারী ১৫০০ জন রোহিঙ্গা শরণার্থীকে দুর্যোগ প্রতিরোধ বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

- রোহিঙ্গা শরণার্থীবৃন্দের বায়োমেট্রিক নিবন্ধীকরণের কাজ সুষ্ঠুভাবে সম্পন্নের লক্ষ্যে ফায়ার সার্ভিসের ১৮টি জেনারেটরের মাধ্যমে বিদ্যুৎ সরবরাহ নিশ্চিত করা হয়েছে।

(২) **ঢাকা মহানগরীর জলাবদ্ধতায় ফায়ার সার্ভিসের কার্যক্রমঃ**

- ভারী বর্ষণসহ অন্যান্য নানাবিধ কারণে ঢাকা মহানগরীতে জলাবদ্ধতা সৃষ্টি হয়ে থাকে। জলাবদ্ধতার কারণে সৃষ্ট জনদুর্ভোগ লাঘবকল্পে ফায়ার সার্ভিসের 'বয়া' ব্যবহার করে জনসাধারণকে জলমগ্ন রাস্তা পারাপারে সহায়তা প্রদান করা হয়ে থাকে।

(৩) **জঙ্গিবিরোধী যৌথ অভিযানে অংশগ্রহণ:**

- ফায়ার সার্ভিসের কর্মীবৃন্দ অন্যান্য বাহিনীর সাথে এ পর্যন্ত মোট ১৯টি জঙ্গি বিরোধী অভিযানে অংশগ্রহণ করেছে। রাজশাহী জেলার গোদাগাড়িতে ১১.০৫.২০১৭ তারিখে পরিচালিত জঙ্গি বিরোধী অভিযানে ফায়ারম্যান মো: আবদুল মতিন শাহাদত বরণ করেন।
- জঙ্গিবিরোধী অভিযানের বিষয়ে সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ২০১৭-১৮ অর্থবছরে ফায়ার সার্ভিসের ১৯৯ জন সদস্য র‍্যাব ফোর্সেস ট্রেনিং স্কুল এবং এপিবিএন বিশেষায়িত ট্রেনিং সেন্টার হতে বিশেষ প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছেন।

(৪) সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম:

- ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর ফেইসবুকের মাধ্যমে সামাজিক যোগাযোগ স্থাপন করে চলেছে। এর মাধ্যমে সেবা গ্রহীতাদের প্রতিক্রিয়া, সেবা সহজীকরণের ক্ষেত্রে উদ্ভাবনী আইডিয়া, মতামত ইত্যাদি বিশ্লেষণপূর্বক প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে। এছাড়া, ফেইসবুক মেসেঞ্জারের ভিডিও কলিং সুবিধা ব্যবহার করে অপারেশনাল কাজে গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত শেয়ার করা হচ্ছে।

(৫) ন্যাশনাল ইমার্জেন্সি সার্ভিস '৯৯৯'এ দায়িত্ব পালন:

- ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর গত ১২.১২.২০১৭ তারিখ থেকে ন্যাশনাল ইমার্জেন্সি সার্ভিস-এ কার্যকরভাবে অংশগ্রহণ করে আসছে। ২০১৭-১৮ অর্থবছরে উক্ত সার্ভিসের আওতায় ৫৭৮৭ টি অগ্নিকান্ড এবং ২৯৯৭টি দুর্ঘটনায় ফায়ার সার্ভিসের কর্মীবৃন্দ যথাসময়ে সাড়া প্রদান করেছে।

(৬) ঘুর্ণিঝড়/সাইক্লোন ইত্যাদি প্রাকৃতিক দুর্যোগে সাড়া প্রদান:

- বিগত ২০১৭-২০১৮ বছরে সারাদেশে সৃষ্ট মোট ৪৭টি ঘূর্ণিঝড়ের ঘটনায় সাড়া প্রদান করে নিহত ১৯ জনের মরদেহ এবং আহত ৯২৯ জনকে উদ্ধার করা হয়েছে।

- ২২ ও ২৫ এপ্রিল, ২০১৮ তারিখে ঢাকা মহানগরী এলাকা এবং পার্শ্ববর্তী জেলাসমূহের উপর দিয়ে বয়ে যাওয়া কালবৈশাখি ঝড়ে বহু গাছপালা ভেঙ্গে ও উপড়ে গিয়ে জনজীবন ও যান চলাচল ব্যাহত হয় এবং বিদ্যুৎ সরবরাহ ব্যবস্থা বিঘ্নিত হয়। এসব প্রাকৃতিক দুর্ঘটনায় রাস্তায় পতিত হওয়া গাছপালা কেটে ও অপসারণ করে জনজীবন স্বাভাবিক রাখার ক্ষেত্রে ফায়ার সার্ভিসের কর্মীবৃন্দ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন।

(৭) রোড রেসকিউ কার্যক্রম:

- দেশের গুরুত্বপূর্ণ বিভিন্ন সড়ক ও মহাসড়কের ৯৪টি স্থানে ফায়ার সার্ভিসের কর্মীবৃন্দ উদ্ধারযান এবং এ্যাম্বুলেন্সসহ নিয়মিত ডিউটি করছেন। সড়ক দুর্ঘটনায় উদ্ধার কাজ পরিচালনা ও এ্যাম্বুলেন্স সেবা প্রদানসহ যানবাহনের গতিবেগ সীমিত রাখার জন্যও এসব পয়েন্ট থেকে নিয়মিত প্রচারণামূলক কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়।

(৮) পাহাড় ধসে উদ্ধার কার্যক্রম:

- ২০১৭-১৮ অর্থবছরে দেশে মোট ৫২টি পাহাড় ধসের ঘটনা ঘটে। এসব দুর্ঘটনায় সাড়া দিয়ে নিহত ৯১ জনের মরদেহ এবং আহত ৫২ জনকে উদ্ধার করা হয়েছে।

(৯) বন্যা দুর্গত এলাকায় উদ্ধার ও ত্রাণ কার্যক্রম:

- বিগত ২০১৭-২০১৮ সালের বন্যায় ফায়ার সার্ভিসের কর্মী বাহিনী বন্যা উপদ্রুত এলাকাসমূহে উদ্ধার কাজ পরিচালনার পাশাপাশি বিশুদ্ধ পানি, পানি বিশুদ্ধকরণ ট্যাবলেট এবং ত্রাণ সামগ্রী বিতরণ করে। এছাড়া, ফায়ার সার্ভিসের পক্ষ হতে বাঁধ সংরক্ষণ এবং বাঁধ মেরামতের কাজেও স্থানীয় জনসাধারণকে সহায়তা প্রদান করা হয়েছে।

(১০) দুর্ঘটনা কবলিত/আটকে পড়া পশুপাখি উদ্ধার:

- গত ২৭.৪.২০১৮ তারিখে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের রাকসু ভবনের সম্মুখস্থ এলাকায় ০১টি বসন্ত বাউবি পাখি বৈদ্যুতিক তারে জড়িয়ে পড়ে দুর্ঘটনার শিকার হয়। খবর পেয়ে ফায়ার সার্ভিসের কর্মীবৃন্দ দুর্ঘটনা কবলিত পাখিটিকে দ্রুত উদ্ধার করে ।

- গত ১৯.৩.২০১৮ তারিখে বগুড়া জেলার ধুনটের ০১টি পরিত্যক্ত কূপে ০১টি ছাগল পড়ে যায়। খবর পেয়ে ফায়ার সার্ভিস কর্তৃক বিশেষ ব্যবস্থায় প্রাণিটিকে উদ্ধার করা হয়।

- গত ২০.৫.২০১৭ তারিখে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের টিএসসি এলাকার একটি গাছে ০১টি বাজপাখি আহত অবস্থায় আটকা পড়ে। ফায়ার সার্ভিসের কর্মীবৃন্দ কর্তৃক বাজ পাখিটিকে গাছের মগডাল থেকে তাৎক্ষণিক উদ্ধার করে চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয় ।

- গত ২৬.৯.২০১৫ তারিখে ঢাকা মহানগরীর লালবাগ এলাকায় এক রিজার্ভার ট্যাংকে পড়ে যাওয়া কোরবানির পশুকে ফায়ার সার্ভিসের কর্মীবাহিনী কর্তৃক উদ্ধার করা হয়।

- গত ১১.৫.২০১৮ তারিখে উত্তরা আবাসিক এলাকার ১৪ নং সেক্টরের ১৭ নং রোডের ৮২ নং বহুতল ভবনের কার্নিশে একটি বিড়াল আটকে পড়ে । সংবাদ পেয়ে ফায়ার সার্ভিসের কর্মীবৃন্দ বিড়ালটিকে দ্রুত উদ্ধার করে।

(১১) <u>পবিত্র ঈদ উৎসব উপলক্ষে যাতায়াতকারী বৃদ্ধ, শিশু, অসুস্থ ব্যক্তিদের সহায়তা প্রদানঃ</u>

- পবিত্র ঈদ উৎসব উপলক্ষে রাস্তাঘাটে প্রচুর ঘরমুখী মানুষের জনসমাগম হয়। প্রচন্ড ভিড়ে মহিলা, বৃদ্ধ, শিশু এবং অসুস্থ ব্যক্তিবর্গের খুব কষ্ট হয়। এই কষ্ট লাঘবকল্পে ২০১৮ সনে পবিত্র ঈদ-উল-ফিতরের সময় ফায়ার সার্ভিসের পক্ষ থেকে মাওয়া ও পাটুরিয়া ঘাটে বিশেষ সার্ভিসের ব্যবস্থা করা হয়েছে। এ ব্যবস্থার মাধ্যমে মহিলা, বৃদ্ধ, শিশু এবং অসুস্থ ব্যক্তিবর্গকে বাস/লঞ্চ/ফেরি ইত্যাদি যান থেকে নামা ও উঠার ক্ষেত্রে ফায়ার সার্ভিসের কর্মীবৃন্দ সহায়তা প্রদান করেছে।

(১২) <u>ধুমপানমুক্ত এলাকাঃ</u>

- ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তরের হেডকোয়ার্টারসহ আওতাধীন সকল দপ্তর ও স্টেশনকে ধুমপানমুক্ত এলাকা হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে। এছাড়া, ঐ সব দপ্তর/ স্টেশনসমূহের দর্শনীয় স্থানে 'ধুমপানকে না বলুন' শীর্ষক স্টিকার লাগানো হয়েছে।

(১৩) <u>বিদ্যুৎ ব্যবহারে গৃহীত পদক্ষেপঃ</u>

- অফিস ত্যাগ করার পূর্বে বিদ্যুতের সুইচ বন্ধ করার অভ্যাস গড়ে তোলা হয়েছে যা নিয়মিত মনিটরিং করা হচ্ছে। হেডকোয়ার্টারসহ সকল দপ্তর এবং ফায়ার স্টেশনে সিএফএল ও এলইডি বাতি আবশ্যিকভাবে ব্যবহার করার রীতি চালু করা হয়েছে।

(১৪) <u>কমিউনিটি ভলান্টিয়ার প্রস্তুতকরণ:</u>

- দুর্যোগ প্রতিরোধ এবং উদ্ধার কাজ পরিচালনায় ফায়ার সার্ভিস বাহিনীকে প্রয়োজনীয় সহয়তা প্রদানের জন্য ৪০,৩৭১ জন কমিউনিটি ভলান্টিয়ার প্রস্তুতপূর্বক তাদেরকে দুর্যোগ বিষয়ক বিভিন্ন প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

(১৫) <u>এ্যাম্বুলেন্স সার্ভিস:</u>

- ফায়ার সার্ভিসের আওতায় ২০১৭-১৮ অর্থবছরে ৫০টি এ্যাম্বুলেন্স সংগ্রহ করা হয়েছে। ২০১৬-২০১৭ অর্থবছরে ১৩,৪০০ কলে সাড়া দিয়ে ১২,৮১৬ জন রোগীকে নিকটবর্তী হাসপাতাল/ ক্লিনিকে স্থানান্তর করা হয়েছে।

(১৬) <u>সার্ভে কার্যক্রম:</u>

- ২০১৬-২০১৭ অর্থবছরে ফায়ার সার্ভিস কর্তৃক ১২৭৫টি ব্যবসা প্রতিষ্ঠান, ১০৩৫টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, ৬৯২টি আর্থিক প্রতিষ্ঠান, ৪৩৩টি হাসপাতাল/ক্লিনিক, ৩২৫টি আবাসিক হোটেল এবং ২৬টি মিডিয়া সেন্টার সার্ভের মাধ্যমে অগ্নি নিরাপত্তা সংক্রান্ত ঝুঁকি'র ভিত্তিতে শ্রেণিবিন্যাস করে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে অবহিত করা হয়েছে।